সাইদনায়া

বাশারের কসাইখানা

জমির মাসরুর

আহমাদুল্লাহ আল জামি

অর্পণ

এই বইটি আমরা অর্পণ করছি
পৃথিবীর সেই সকল নিপীড়িত মুসলিমকে,

যাঁরা অন্যায়-অবিচারের অন্ধকারে ধৈর্যের বাতি প্রজ্বলিত রেখেছেন;
যাঁদের ত্যাগ ও সংগ্রাম আমাদের মানবতার আসল অর্থ শিখিয়েছে;

আর যাঁদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের অন্তরে
ন্যায়ের শপথ জাগ্রত করে।

তাদের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু যেন সাক্ষী থাকে,
অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের অবিচল প্রতিরোধের।

আমাদের দোয়া তাঁদের উপশম হোক...

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। শত-কোটি দরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহর প্রতি।

মানব-ইতিহাসে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে, যেগুলো অন্ধকার আর বেদনার প্রতীক। সাইদনায়া কারাগার তেমনই একটি অধ্যায়। সিরিয়ার এই কারাগার শুধু ইট-কাঠের একটি স্থাপনা নয়; এটি বর্বরতার এক মূর্তপ্রতীক, যেখানে মানবতার সর্বনিম্ন সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। একইভাবে ইতিহাসও কেবল তারিখ ও ঘটনাপঞ্জির নীরব ধারাপাত নয়; ইতিহাস মানবতার সংগ্রাম, প্রতিরোধ এবং বেদনাবোধের এক অনিঃশেষ প্রতিফলন। এর অঙ্গনে এমন কিছু অধ্যায় রচিত হয়, যা কেবল সময়ের সাক্ষী নয়, বরং মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্মমতারও নির্জীব দলিল। সাইদনায়া কারাগারও সেই নিষ্ঠুরতার এক ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি। এই গ্রন্থ সেই অন্ধকার অধ্যায়কে উদ্‌ঘাটনের একটি প্রয়াস। এটি কেবল একটি গ্রন্থ নয়, বরং এটি এক মর্মভেদী সত্যের পাঠ, যা মানবাধিকারের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে।

গ্রন্থটির দুটি পর্ব সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে চিত্রায়িত করেছে। প্রথম পর্বে পাঠক দেখতে পাবেন কারাগারের ইতিহাস; কীভাবে এটি নির্মিত হয়েছিল এবং কীভাবে এটি একটি নির্যাতনের কারখানায় পরিণত হয়। শাস্তির বৈচিত্র্য এবং নির্মমতার ধরনগুলোও এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উঠে এসেছে নির্যাতিতদের মর্মস্পর্শী জবানবন্দি। এসব জবানবন্দি শুধু যন্ত্রণার কথাই বলে না, বরং মানবহৃদয়ের অসীম শক্তি ও সহ্যক্ষমতার কথাও বলে।

প্রথম পর্বে পাঠক কারাগারের স্থাপত্যিক গঠন এবং এর ভয়াবহ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এখানে উঠে এসেছে কীভাবে সাইদনায়া কারাগার একটি নির্যাতনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে, কীভাবে এটি একটি নিষ্ঠুর রাষ্ট্রযন্ত্রের কুৎসিত বাহক হয়ে ওঠে। কারাগারের প্রতিটি ইট যেন নিপীড়নের এক একটি মূর্তপ্রতীক, যেখানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে নিপীড়িত মানবতার আর্তনাদ। সেখানে ব্যবহৃত শাস্তি, নির্যাতনের পদ্ধতি এবং বন্দিদের মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পাঠককে স্তব্ধ করে দেবে।

দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে সেই মানবিক দৃঢ়তার কাহিনি, যা প্রতিকূলতার গভীরতম অন্ধকারেও আলো জ্বালিয়ে রাখে। নির্যাতিতদের জবানবন্দিগুলো কেবল তাদের বেদনা নয়, বরং তাদের টিকে থাকার এক অবিশ্বাস্য সংগ্রামের দলিল। বন্দিত্বের অমানবিক পরিস্থিতি, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের বর্ণনা পাঠককে এক গভীর শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

সাইদনায়া শুধু একটি কারাগার নয়, এটি একটি অভিশাপ। এই গ্রন্থ সেই অভিশাপের গল্প। এটি কোনো একক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কষ্টের গল্প নয়, বরং এটি একটি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতীক। এই বইয়ের প্রতিটি পাতা পাঠকের বিবেককে নাড়া দেবে। সাইদনায়া কারাগারের গল্প আমাদের ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলোর একটি। এই বইয়ের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পাতা মানবিক দায়বদ্ধতার এক অকুণ্ঠ স্মারক।

আমরা আশা করি, আপনি এই গ্রন্থের ভেতর দিয়ে শুধু এক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন না, বরং মানবাধিকারের লড়াইয়ে এক নতুন সংবেদনশীলতার জাগরণ অনুভব করবেন।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে হয়েছে দুর্লভ সব সোর্স। অধিকাংশ সাইট ব্লক থাকায় আমাদের পড়তে হয়েছে সোর্স-সংকটে। অনলাইন পত্রিকা আর বই থেকে টুকরো

টুকরো তথ্য জমা করে গড়ে তোলা হয়েছে নির্মমতার এই আখ্যান। শাস্তির বর্ণনাগুলো ঠিকঠাক সোর্স থেকে বের করার জন্য কখনো পড়ে ফেলতে হয়েছে পুরো একটা বই, কখনো পড়তে হয়েছে দীর্ঘ একেকটা আর্টিকেল, দেখতে হয়েছে জবানবন্দির দীর্ঘ ভিডিও। এরপর ঘটনার ব্যক্তি, স্থান, এলাকার নাম মেলাতে গিয়েও আমরা রাতের পর রাত ছুটে বেড়িয়েছি অন্তর্জালে। শাস্তির ধরনগুলোও এতটা বিরল যে, অনেকগুলো আবিষ্কারই হয়েছে সাইদনায়া কারাগারে। আমরা যথাসম্ভব বৈধ ছবির সাহায্যে সেগুলো পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেছি। অনুরোধ থাকবে, মূল পর্বে যাওয়ার আগে অবশ্যই শাস্তির অধ্যায়টি পড়ে নেবেন। আমরা গুয়ান্তানামো বে কারাগারের নির্মমতা পড়ে বড় হয়েছি। কিন্তু সাইদনায়ার কাছে এসব কারাগার শিশুতুল্য বটে। লিখতে লিখতে কখনো কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল আমাদের হাতে-পায়ে। বারবার মুছতে হয়েছে অশ্রুসিক্ত চোখ।

বইটির মূল পর্বই হচ্ছে নির্যাতিতদের জবানবন্দি। আমরা জবানবন্দিগুলোকে মোটামুটি স্মৃতিগদ্যের রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু সংকটে পড়তে হয়েছে। প্রথমত, জবানবন্দিগুলো হুবহু রাখলে বইটি আর সুখপাঠ্য থাকে না, আবার খুব বেশি সুখপাঠ্য করতে গেলে তথ্যবিকৃতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমরা তথ্য বিশুদ্ধ রাখার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি এবং জবানবন্দির ভাষাটা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। এতে গদ্যের সাবলীলতায় কিছুটা ভাঙন দেখা গেলেও পাঠক সরাসরি নির্যাতিতের শব্দে শাস্তির নির্মমতা অনুভব করতে পারবেন। একই কারণে অনেক জায়গায় কিছু অসৌজন্যমূলক শব্দও উল্লেখ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

জবানবন্দির সবগুলো তথ্যই নির্ভরযোগ্য সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সোর্স ছিল 'রাবিতাতু মুতাকিলি ওয়া মাফকুদি সিজনি সাইদনায়া' (SHOR) থেকে প্রকাশিত 'সিজনু সাইদনায়া', অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-

মাসলাখুল বাশারি' এবং আহমদ খায়রি উমরি লিখিত 'বাইতু খালাতি' গ্রন্থ। এর বাইরে আল-হুররা, টিআরটি, স্কাই নিউজ, বিবিসির মতো বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকা এবং আল-জাজিরা আরবির কিছু ডকুমেন্টারিও আমাদেরকে বেশ সহযোগিতা করেছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কারাগারের কিছু শাস্তির কথাও উদ্ধৃত হয়েছে কিছু ভিকটিমের জবানবন্দিতে। শাস্তির অধ্যায়ে আমরা কিছু সহযোগিতা পেয়েছি আমাদের বন্ধু ও সুহৃদ ইবতিহাজ তাহসিন থেকে। আল্লাহ তাকে জাজা দিন।

আমরা এই বইটি তাদের উদ্দেশে নিবেদন করেছি, যারা সাইদনায়ার অন্ধকারে নিজেদের জীবনের বাস্তবতা বরণ করেছেন এবং যারা তাদের সাহসিকতা ও সহ্যের মাধ্যমে মানবতার নতুন সংজ্ঞার্থ রচনা করেছেন। এটি সেই নিপীড়িত কণ্ঠস্বরগুলোর প্রতি একটি নতজানু শ্রদ্ধা, যারা নীরবতা ভেঙে সত্য উচ্চারণ করেছেন।

বইটির তথ্য, ভাষা ও পাঠ্য বিশুদ্ধ ও সুখদ রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গিয়েছি। এর পরও ভুল থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কোনো ভুল আপনার দৃষ্টিগোচর হলে হিতকামী হয়ে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেব। আগামীর মুজাহিদদের জন্য গ্রন্থটি অভিজ্ঞতার সোপান হয়ে উঠুক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরিশ্রমটুকু কবুল করে নিন। আমিন।

জমির মাসরুর
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়
Jomirmasrur071@gmail.com
১ জানুয়ারি, ২০২৫

আহমাদুল্লাহ আল জামি
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়
ahmadjami80519@gmail.com
১ জানুয়ারি, ২০২৫

সূচিপত্র

সাইদনায়া কারাগার প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস.....১৯
লাল কারাগার (السجن الأحمر) ২৩
শাস্তির ধরন.....৩০
শাস্তি—এক. গণফাঁসি ৩০
শাস্তি—দুই. ধর্ষণ ও বলাৎকার ৩১
শাস্তি—তিন. ওয়েলকাম পার্টি..... ৩২
শাস্তি—চার. অঙ্গহানি.....৩৩
শাস্তি—পাঁচ. স্ট্যাপলিং.....৩৪
শাস্তি—ছয়. ম্যাজিক কার্পেট.....৩৪
শাস্তি—সাত. জার্মান চেয়ার..... ৩৫
শাস্তি—আট. দুলাব পদ্ধতি ৩৫
শাস্তি—নয়. স্কোয়াট পজিশন.....৩৭
শাস্তি—দশ. শরীর পোড়ানো..... ৩৮
শাস্তি—এগারো. ঠান্ডা পানির শাস্তি..... ৩৯
শাস্তি—বারো. ইলেকট্রিক শক টর্চার ৪০
শাস্তি—তেরো. ওয়াটার বোর্ডিং টর্চার..... ৪১
শাস্তি—পনেরো. কফিন.....৪৩
শাস্তি—ষোলো. ঝুলিয়ে শাস্তি ৪৪
শাস্তি—সতেরো. ক্ষুধার জ্বালা ৪৫
শাস্তি—আঠারো. লবণের শাস্তি.....৪৬

শাস্তি—বিশ. ব্লাঙ্কো টর্চার ৪৭
শাস্তি—বাইশ. চুল ধরে হিঁচড়ানো..... ৪৮
শাস্তি—তেইশ. চাবুক মারা..... ৪৮
শাস্তি—চব্বিশ. ফালকা টর্চার..... ৪৯
শাস্তি—পঁচিশ. ঘিঞ্জি পরিবেশ ৪৯
শাস্তি—ছাব্বিশ. হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা ৫০
শাস্তি—সাতাশ. মুরগি ঝোলানো..... ৫০
শাস্তি—আটাশ. ইবরাহিমি লাঠির আঘাত ৫১
শাস্তি—উনত্রিশ. শূলে বেঁধে পেটানো..... ৫১
শাস্তি—ত্রিশ. পানির ড্রাম..... 51
শাস্তি—একত্রিশ. বেল্ট শাস্তি 51
শাস্তি—বত্রিশ. পশুর শাস্তি..... 52
শাস্তি—তেত্রিশ. কুকুর বানানো ৫২
শাস্তি—চৌত্রিশ. পলিব্যাগ শাস্তি ৫৩
শাস্তি—পঁয়ত্রিশ. কৃমি অত্যাচার..... ৫৩
শাস্তি—ছত্রিশ. ঘাড় মটকানো টর্চার..... ৫৩
শাস্তি—সাঁইত্রিশ. যৌন নিপীড়ন ৫৪
বন্দিদের জবানবন্দিতে সাইদনায়ার নৃশংসতা..... ৫৫
হুদা সালমার জবানবন্দিতে সাইদনায়া ৫৫
উমর আলির জবানবন্দিতে সাইদনায়া..... ৫৮
জামাল আশরাফের জবানবন্দি..... ৬৩
আহমদ ফারুকের জবানবন্দি ৬৭
আশরাফ আল-হুসাইনের স্মৃতিগদ্যে জবানবন্দি ৭০
রক্তাক্ত মার্চ..... ৭০
রক্তাক্ত হাত, রক্তাক্ত হৃদয়..... ৭৩
পরিবারের সাক্ষাৎ যেন মৃত্যুদূত ৭৪
মৃত্যুর হাতুড়ি ও জল্লাদ ক্যাবল..... ৭৭

কসাই ডাক্তার ৭৮
মৃত্যুর মিছিল.....৭৯
মানবতার অবমাননা.....৮১
মুতাসিম আবদুস সাতিরের জবানবন্দি.....৮৩
ওয়েলকাম পার্টির অত্যাচার ৮৫
অন্ধকূপ থেকে কারাগারে..... ৮৬
অমানবিক নির্যাতনের মুখে ৮৬
মৃত্যুর মিছিল.....৮৭
আদালতের পথে..... ৮৯
কুতাইবা ইদলিবির জবানবন্দিতে সাইদনায়া..... ৯২
মুনির আল-ফকিরের জবানবন্দি ৯৮
শাস্তি এবং পরিচয়পর্ব ৯৯
মানুষ মারার অদ্ভুত ক্যালকুলেশন.....১০০
গোয়েন্দা ব্রাঞ্চ বনাম সাইদনায়া..... ১০১
আল্লাহকে গালাগাল!..... ১০৪
নতুন বন্দিদের নির্যাতন এবং কারাগারনীতি ১০৪
নামাজ নিষিদ্ধ এবং সেলপ্রধানের শাস্তি.....১০৬
কুরআনের অলৌকিকতা.....১০৮
কাপড় ও খাদ্যপ্রাপ্তি.....১০৯
সাইদনায়া এবং ক্ষুধার যুদ্ধ.....১১১
রিজিকের অপমান ও ক্ষুধার অসহায়ত্ব..... ১১২
পানির হাহাকার.....১১৪
গোসলের শাস্তি..... ১১৫
আন্দোলন এবং শাস্তির তীব্রতা.....১১৭
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বন্দি..... ১১৮
বৈদ্যুতিক শক এবং লিম্ব লস ডিজিজ ১১৮
পরিবারের সাক্ষাৎ..... ১১৯

মিশন ইন প্রিজন থেকে অন্ধকূপে.....১২২
সাইদনায়ার ফাঁসি.....১২৪
শেষ রাত্রির স্বপ্ন এবং মুক্তি.....১২৫
ইবরাহিম ইসার জবানবন্দি.....১২৭
সাল্লামের জবানবন্দি.....১৩২
শাব্বালের জবানবন্দি.....১৩৭
খালদুন মানসুরের জবানবন্দি.....১৩৯
জাহান্নামের ইউনিট.....১৪৬
ওয়ায়িলের জবানবন্দি.....১৪৮
আবু উনস আল-হামাবির জবানবন্দি.....১৫১
নির্যাতন এবং মিথ্যা স্বীকারোক্তি.....১৫৫
ফিলিস্তিন ব্রাঞ্চ থেকে সাইদনায়ার পথে.....১৫৬
ওয়েলকাম পার্টি ও অন্ধকূপ.....১৫৭
অন্ধকূপ থেকে কারাগারে.....১৬১
নোংরা বাথরুমের বন্দিত্ব এবং মৃত্যু.....১৬২
মৃত্যুর ছায়ায় জীবন.....১৬৩
আবু হাশেমের মৃত্যু.....১৬৪
হুসাইনের মৃত্যু.....১৬৫
মুহাম্মদের মৃত্যু.....১৬৬
মৃত্যুর দায়িত্ব.....১৬৭
চিকিৎসার নামে হত্যা.....১৬৯
ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্টে জীবন.....১৭১
অমানুষদের ভিড়ে মানুষ দেখার তাড়না.....১৭৩
সুরা ইয়াসিনে মুক্তি.....১৭৫
ফারহান মুহাম্মদ.....১৭৭
জালাল মানদু.....১৭৯
আবু উমরের জবানবন্দি.....১৮৬

নির্যাতনের রকমফের ১৮৮
তোর আল্লাহকেও ঝুলিয়ে পেটাব..... ১৯০
সাইদনায়ার পথে... ..... ১৯১
অন্ধকূপ থেকে কারাগারে..... ১৯২
রুনস আল-মুসাল্লাহ..... ১৯৪
ইমাদুদ্দিন শুহুদের জবানবন্দিতে বিচারক নায়েফের শাহাদাত .১৯৬
নায়েফ রিফায়ির ভাই মানাল রিফায়ির সাক্ষ্য ১৯৯
আলা খুওয়াইলিদের জবানবন্দি ২০৮
আব্বাস জামাল ২১৩
আবুল ফাতাহের জবানবন্দি ২২১
আবুল হাসানের জবানবন্দি ২২৫
তহা বাকুরের জবানবন্দি ২২৭
ফারুক খাইয়াল ২৩০
ছোট গল্প ২৩৯
মাআন বাসিলের জবানবন্দি ২৩৯
আনাসের জবানবন্দি ২৪০
উসামা হামিদের জবানবন্দি..... ২৪১
রাশা সার্বাজি ২৪২
মুহাম্মদ গোবাস ২৪২
মুক্তিপরবর্তী জীবনে বন্দিরা ২৪৪
মাহার গল্প..... ২৪৪
সামির ২৪৫
উম্মে হানি..... ২৪৫
সাদ..... ২৪৬
রিয়াজ আফলার ২৪৭
সামি আল-আহমদ..... ২৪৮

সাইদনায়া কারাগার প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস

সাইদনায়া কারাগার সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে পাহাড়ি ভূখণ্ড সাইদনায়া এলাকায় অবস্থিত। চারদিকে মোট ১.৪ কি.মি. বিস্তৃত এর পরিধি। কারাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। ১৯৭৮ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৮১ সনে নির্মাণ-কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৮৬ সালে। সর্বপ্রথম বন্দি আনা হয় ১৯৮৭ সালে।

প্রথমে এটি কোর্টমার্শালের অপরাধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে তা রাষ্ট্রীয় বিশেষ কারাগারে পরিণত করা হয়। সাধারণত বিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং বিশেষ রাজবন্দিদের জন্য কারাগারটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একসময় তা সিরিয়ার কসাইখ্যাত আসাদ পরিবারের কসাইখানায় পরিণত হয়। সিরিয়ার জনগণের কাছে সাইদনায়া 'আল-মাসলাখুল বাশারি' বা 'মানব কসাইখানা' নামে প্রসিদ্ধ। সাইদনায়া আসাদ সরকারের কারাগারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত। নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং গণমৃত্যুদণ্ডের কারণে কারাগারটি নিপীড়নের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

প্রাক্তন কারারক্ষী ও সামরিক কর্মকর্তাদের জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, এ পর্যন্ত সাইদনায়ার কসাইখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বন্দির সংখ্যা লক্ষাধিক। জানুয়ারি ২০২১-

এ প্রকাশিত 'সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস' (SOHR)-এর তথ্যমতে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে সাইদনায়া কারাগারে নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ এবং গণফাঁসির মাধ্যমে বাশার-আসাদ সরকারের হাতে ৩০,০০০ বন্দি নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে জানা যায়, সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মাত্র চার বছরে সাইদনায়ায় ১৩,০০০ মানুষকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

SOHR-এর গবেষণা বলছে, 'সাইদনায়া পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর কারাগার। এখানে যে অমানবিক নির্যাতন চলে, এর অধিকাংশই মানুষের অজানা। নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এই কারাগারে। সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য পরিবারকে। কারাগারের দেয়ালে দেয়ালে লেপটে আছে বাশার-আসাদ সরকারের নৃশংস অত্যাচারের ছাপ। এ কারণেই দেখা গিয়েছে, কয়েদিদের খুব কম সংখ্যকই জীবিত বের হয়েছে। যারা জীবিত বের হয়েছে, তাদের অধিকাংশই হারিয়ে ফেলেছে মানসিক ভারসাম্য। শারীরিক সক্ষমতা নেই বেশিরভাগ কয়েদির।

সাধারণ সেলের বাইরে ইন্টারোগেশন সেল কিংবা গোপন কক্ষগুলোতে কী ঘটে, তা বন্দিদেরও অজানা। সেন্ট্রি কিংবা কারারক্ষী নিযুক্তির ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয় সর্বোচ্চ সতর্কতা। সামরিক প্রশাসন থেকে বেছে বেছে জল্লাদ আর অমানুষ পাঠানো হয় সাইদনায়া কারাগারে। সব কিছুই যেন সাইদনায়াকে এক রহস্যময় জগৎ হিসেবে চিত্রিত করেছে পৃথিবীর মানুষের কাছে। কী ঘটে এর গভীরে, কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে, তা কারাগারের দায়িত্বশীল অনেকেই জানে না। কারাগারের স্থাপত্য আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঠিকঠাক না জানলে এ সকল প্রশ্নের উত্তর বের করা কঠিনই বটে। কারাগারের অভ্যন্তরে কী ঘটেছে, আর এখনো কী ঘটছে, তা নির্ণয় করাও অসম্ভব। এই তথ্যগুলো জানার জন্য 'SOHR' শক্তিশালী

সূত্রের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। সংগঠনটি এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যা তৈরি করা হয়েছে সাইদনায়ার ৩১ জন সাবেক অফিসারের মুখোমুখি জবানবন্দির সমন্বয়ে।'

কারাগারের মূল ভবন দুটি। প্রধান ও প্রাচীন ভবনটিকে বলা হয় রেড প্রিজন বা লাল কারাগার। নতুন ভবনটি পরিচিত হয় হোয়াইট প্রিজন বা সাদা কারাগার নামে। সাদা কারাগারের তিনটি অংশ—প্রশাসনিক ভবন, হোয়াইট জোন ও রেড জোন। সামরিক গোয়েন্দা শাখার অধীনে সামরিক পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত হয় কারাগারটি। পরিচালনা প্রশাসন, নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে সাইদনায়া সিরিয়ার অন্যান্য কারাগারের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য কারাগারগুলো সাধারণত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আইন ও মানবাধিকার মন্ত্রণালয় বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারে কারাগারগুলোর কার্যক্রমে। অনেক মানবাধিকার সংস্থা, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের প্রবেশের সুযোগও আছে সেসবে। কিন্তু সাইদনায়া কারাগার শতভাগ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বেষ্টিত। কারাগারের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে। সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী তো দূরের কথা, কোনো সামরিক সদস্যের জন্যও অনুমতিহীন সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মানবাধিকার মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম হস্তক্ষেপের অধিকার নেই সেখানে।

মূলত ২০১১ সালের পর থেকে সাইদনায়া কারাগার তার ভয়ংকর রূপে আবিষ্কৃত হয় এবং মানুষের কাছে মৃত্যুকূপ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কারাগারটির বাহ্যিক নিরাপত্তা তিন স্তরে বেষ্টিত। প্রতিটি স্তরেই আছে পঞ্চাশোর্ধ্ব নিরাপত্তারক্ষী। প্রশাসনিক কার্যালয়, কয়েদি রেজিস্ট্রি, পানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, মিলনায়তন, ক্যান্টিন, কিচেন, হসপিটাল, অস্ত্রাগার এবং যাবতীয় নথিপত্রের কক্ষ হোয়াইট প্রিজনে অবস্থিত।

সাইদানায়ায় মূলত দুই ধরনের কয়েদিকে দণ্ড দেওয়া হয়। এক. জঙ্গিবাদ বা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় অভিযুক্ত সামরিক সদস্য ও সাধারণ নাগরিক। দুই. কোর্টমার্শালে অভিযুক্ত সেনাসদস্য। প্রথম প্রকার কয়েদিরাই মূলত কারাগারের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়। খাবারহীনতা, গুপ্তহত্যা, গুম ইত্যাদির শিকার হয় তারাই। বাকি কোর্টমার্শালে অভিযুক্ত সেনাসদস্যরা বেশ আরামেই থাকে।

প্রথমদিকে কয়েদিদের অপরাধ বিবেচনায় নির্দিষ্ট সেলে বন্দি রাখা হত। তবে ২০১১ সালের বিদ্রোহের পর থেকে বন্দিসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারা কর্তৃপক্ষ বেশ বিপাকে পড়ে যায়। বেশিরভাগ বন্দিই হত আহলে সুন্নাহর অনুসারী। বেশ কিছু আলাবিও গ্রেপ্তার হত। এই দু-পক্ষের মাঝে প্রায় সংঘর্ষ বেধে যেত। এজন্য কারাকর্তৃপক্ষ পরবর্তী সময় থেকে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেলের ব্যবস্থা করে।

লাল কারাগার (السجن الأحمر)

সাইদনায়ার নৃশংসতা আর নির্মমতার যত গল্প বিশ্ব জেনেছে, এর সবই এই হোয়াইট প্রিজন থেকে মুক্তি পাওয়া বন্দিদের জবানবন্দি। কিন্তু রেড প্রিজনের ভূগর্ভস্থ অংশে রয়েছে আরেক নির্মম পৃথিবী। মাটির নিচের নতুন এই অংশ 'Red Ward' বা 'Death Ward' নামে পরিচিত! ভূগর্ভের অন্ধকারে তৈরি করা লাল কারাগারের আকার এত বিশাল যে, নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়া কারও জন্য গলি-ঘুপচি ঠিক রাখা সম্ভব নয়। অনুমান করা যাচ্ছে যে, লক্ষাধিক বন্দি উক্ত ভূগর্ভস্থ অংশে এখন পর্যন্ত দিশাহীন জীবন যাপন করছে! আপাতত ধারণা করা হচ্ছে, Red Prison তিনতলা গভীর। মূলত এটিই সাইদনায়ার প্রাচীন ভবন। বাশার আল-আসাদের পতনের পর হোয়াইট প্রিজন থেকে বন্দি মুক্ত করা গেলেও রেড প্রিজনের ভূগর্ভস্থ অংশে ঢোকাই সম্ভব হয়নি।

সাইদনায়া থেকে মুক্তি পাওয়া 'আসমত আবদুল মাজিদ' লাল কারাগারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তবে প্রকৃত অবস্থা জানা আসলেই অসম্ভব। কারণ, সাদা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া বন্দিদের অনেককেই দেখা গিয়েছে ভারসাম্যহীন, নির্বাক ও নিস্তব্ধ। তাহলে লাল কারাগারে কোন জাহান্নামের আয়োজন করা হয়েছে, তা ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। সিসিটিভির ফুটেজে বন্দিদেরকে দেখা গেলেও তাদের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়নি। উদ্ধারকর্মীরা শেষমেশ ছাদ ড্রিল করে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছেন।

আসমত আবদুল মাজিদ বলেন, 'লাল কারাগারের লোহার কুঠুরিগুলো বিশেষভাবে তৈরি। বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকলে বন্দিদেরকে এই সেলগুলোতে এনে রাখা হয়, যাতে করে কোনো আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত হত্যা করে ফেলা যায়। লকআপের ভিতরে পানি প্রবাহিত করার পাইপ লাগানো আছে। দ্রুততম সময়ে কারেন্ট শক দেওয়ার জন্য ইলেকট্রিসিটি কানেকশন দিয়ে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়। লকআপের দরজার নিচ দিয়ে পাঁচ সেন্টিমিটার মতো জায়গা ফাঁকা আছে। এই ফাঁকা দিয়ে সৈন্যদের পা দেখা যায়। পুরো কুঠুরি মাত্র সাত মিটার লম্বা আর চার মিটার প্রস্থ। এর মধ্যে রাখা হয় ১৫০–২০০ বন্দি। আমি নিজ চোখে দেখেছি, সেখানে মাটির সাথে লাগোয়া কিছু লোহার তৈরি লকআপ রয়েছে। সাদা কারাগারের গলি দিয়েই চোখে কালো কাপড় বেঁধে এবং পায়ে বেড়ি লাগিয়ে বন্দিদেরকে লাল কারাগারে নেওয়া হয়। সাথে থাকে পূর্ণশক্তির একটি বাহিনী।'

বাশার আল-আসাদের পতনের পর উদ্ধারকর্মীরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন সেখানে পৌঁছানোর জন্য। সেখান থেকে কতজনকে উদ্ধার করা গিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বাশারের পতনের তিন দিনের মাথায় ১১ ডিসেম্বরে কারাগারের দায়িত্বশীল আহমদ শুমান বলেন, 'লাল কারাগার থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৫টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশগুলো দামেশক হসপিটালে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিটি মরদেহে ছিল নির্মম ও অমানবিক অত্যাচারের চিহ্ন। হসপিটালের মর্গে আমি খণ্ডিত এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া কিছু লাশও দেখেছি। সেগুলো এতটাই বিকৃত যে, পরিবারের কাছেও ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তাররা বিভিন্ন চিহ্ন দেখে লাশ শনাক্তের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।'

সাইদনায়ার নির্মমতার সূচনা হয় সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে। ৫ জুলাই সকালে কারাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুরআন অবমাননা এবং

ইসলামপন্থি বন্দিদেরকে গালিগালাজের সূত্র ধরে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। ৪ জুলাই রাতে কারাগারের সবগুলো তালা পালটে ফেলা হয়।

কর্মকর্তারা কুরআনের কপি মেঝেতে ছুড়ে পদদলিত করতে থাকে। মুসলিম বন্দিরা এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে বিক্ষোভ করতে থাকে এবং কুরআনের কপিগুলো সংরক্ষণের জন্য বেরিয়ে আসে। তখন সৈন্যরা তাদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। এতে কমপক্ষে নয়জন বন্দি শাহাদাত বরণ করে। সিরিয়ার মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, সেদিন আনুমানিক ২৫ জন নিহত হতে পারে। আলেপ্পোর পাশে মারে' নামক গ্রামে তাদেরকে সমাহিত করা হয়। সেদিন একজন সামরিক পুলিশ সদস্যও মৃত্যুবরণ করে। এভাবে একটি সাধারণ সামরিক কারাগার হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর মানব কসাইখানায়!

এক নং ছবিতে প্রথম ঘরটি ফাঁসির কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

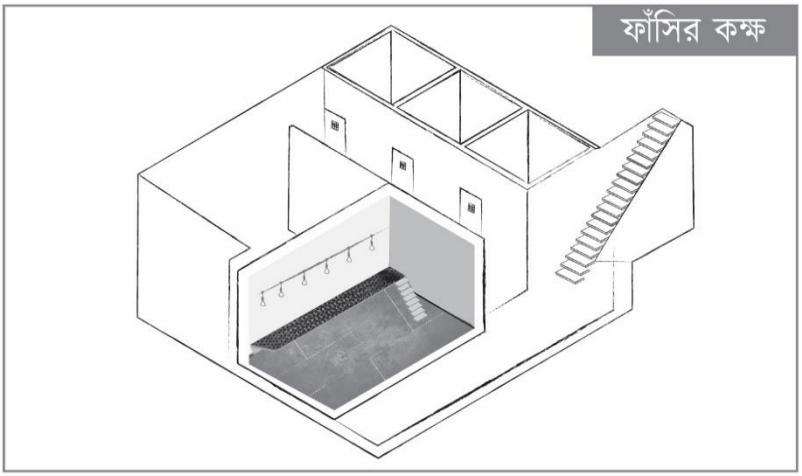

দুই নং ছবির একাংশ লবণের রুম হিসেবে পরিচিত।

দ্বিতীয় ছবির বিবরণ :

১. স্টোর রুম।

২. লাশের ঘর (প্রথম তলার বাঁয়ে)

৩. কয়েদি প্রবেশের সিঁড়ি

৪. দ্বিতীয় লাশঘর (পরিবারের হাতে এখান থেকে লাশ তুলে দেওয়া হত)

৫. কারাগারের বিভিন্ন গেইট

৬. পরিবারের লোকজন ওঠার সিঁড়ি

৭. সাক্ষাৎকক্ষে ঢোকার পূর্বে ওয়েটিং রুম।

৮. কয়েদি দাঁড়ানোর জায়গা।

৯. পরিবারের সদস্যদের দাঁড়ানোর জায়গা।

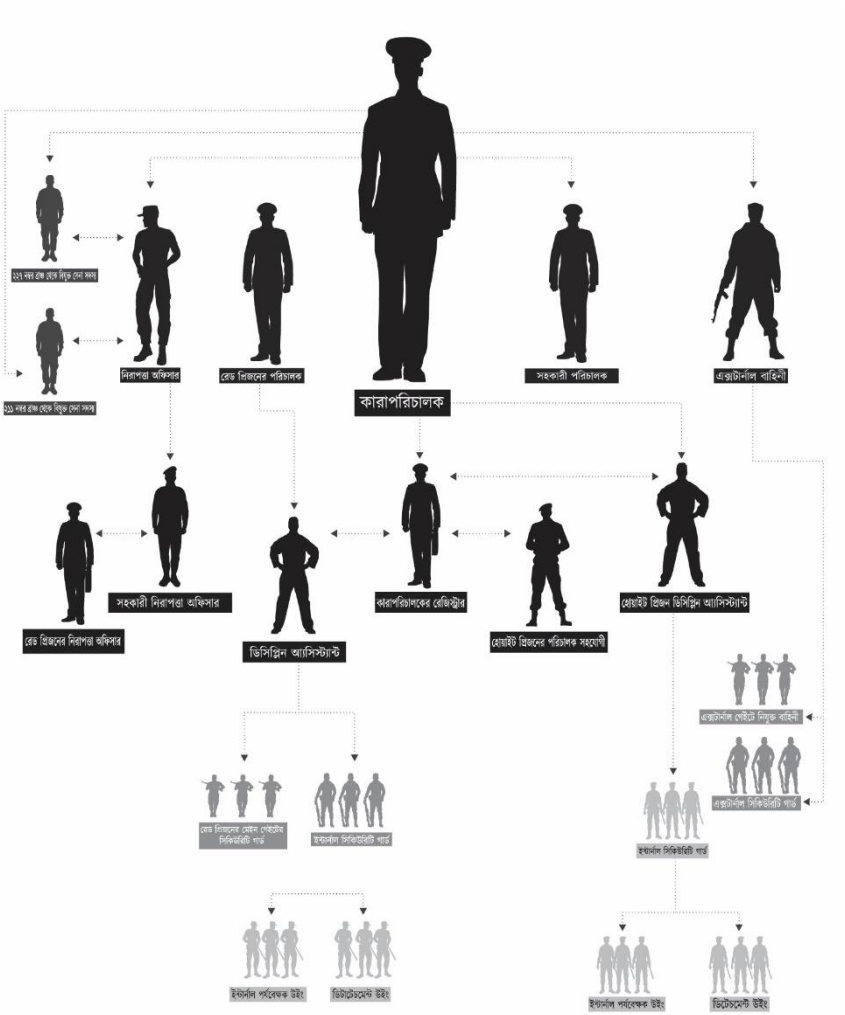

কারাপরিচালক
২২৭ নম্বর ব্রাঞ্চ থেকে নিযুক্ত সেনা সদস্য
২১১ নম্বর ব্রাঞ্চ থেকে নিযুক্ত সেনা সদস্য
নিরাপত্তা অফিসার
রেড প্রিজনের পরিচালক
সহকারী পরিচালক
এক্সটার্নাল বাহিনী
রেড প্রিজনের নিরাপত্তা অফিসার
সহকারী নিরাপত্তা অফিসার
ডিসিপ্লিন অ্যাসিস্ট্যান্ট
কারাপরিচালকের রেজিস্ট্রার
হোয়াইট প্রিজনের পরিচালক সহযোগী
হোয়াইট প্রিজন ডিসিপ্লিন অ্যাসিস্ট্যান্ট
এক্সটার্নাল গেইটে নিযুক্ত বাহিনী
এক্সটার্নাল সিকিউরিটি গার্ড
রেড প্রিজনের মেইন গেইটের সিকিউরিটি গার্ড
ইন্টার্নাল সিকিউরিটি গার্ড
ইন্টার্নাল সিকিউরিটি গার্ড
ইন্টার্নাল পর্যবেক্ষক উইং
ডিটাটেচমেন্ট উইং
ইন্টার্নাল পর্যবেক্ষক উইং
ডিটেচমেন্ট উইং